FEB 10 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ১৬ ...

# লাগলো হাওয়া খুললো দুয়ার

সমাবর্তনের হাওয়া লেগেছে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে। অচলায়তনের বৃত্ত ভাঙতে শুরু করেছে। রুদ্ধ দুয়ার খুলে আলোক রেখা নামছে শিক্ষার্থীদের গহীনে। দীর্ঘতিন বছর পর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২০শে জানুয়ারী হয়ে গেল ৬ষ্ঠ সমাবর্তন। ৩রা ফেব্রুয়ারী আনন্দমুখর পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। ১০ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন। ১৯৭১ সালের ১২ই জানুয়ারী ঢাকার অদূরে সাভারে সবুজ বনরাজি আর পানিটলটল লেকবেষ্টিত এক অবাক সৌন্দর্যঘেরা পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত সম্পূর্ণ আবাসিক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৩০ বছরে এই দ্বিতীয় সমাবর্তনকে ঘিরে এখনি উৎসবমুখর আমেজ। '৮৬ সালের পর সমাবর্তন না হওয়ার যে অচলায়তন ঘিরে রেখেছিল তা ছিন্ন হতে চলেছে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সমাবর্তনে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নতুন করে প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে আসে। ক্যাম্পাসে নবীন-প্রবীণ ছাত্র-ছাত্রীদের মিলন মেলা বসে। ২০শে জানুয়ারী বুয়েটের খেলার মাঠে বুয়েটের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ জন পিএইচডিসহ মোট ১০৬ জন স্নাতকোত্তর এবং ৯৭৯ জন স্নাতক ডিগ্রী অর্জনকারীকে সনদ ও পদক বিতরণ করেন, সর্বশেষ ১৯৯৭ সালের ২৭শে নভেম্বর বুয়েটের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৬১ সালে বুয়েট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৭৩ সালের ২০শে মার্চ প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। ৬ষ্ঠ সমাবর্তনে ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩৭ লক্ষ টাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪১তম সমাবর্তনের তারিখ কয়েক দফা বদলের পর এখন ৩রা ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করবেন। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বৃটেনের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর স্যার ডেভিড হ্যারিসন উপস্থিত ছিলেন। গত বছরও সমাবর্তন হয়েছিল তবে তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করে। তাঁর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' ডিগ্রি প্রদানের জন্য এই সমাবর্তনের আয়োজন করা হয়।

## সমাবর্তন

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথমদিকে সমাবর্তন ছিল প্রায় নিয়মিত। ১৯৭১ সালের পর সাধারণ সমার্তনের দুয়ার যায় বন্ধ হয়ে। এক অনিশ্চয়তার শৃংখল অবরুদ্ধ করে সমাবর্তনকে। ৩রা ফেব্রুয়ারী সমাবর্তন ঘিরে ইতিমধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পড় য়া প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বপ্ন থাকে সমাবর্তনের মাধ্যমে চ্যান্সেলরের হাত থেকে সনদপত্র নিবে। সমাবর্তন না হওয়ার কারণে তা আর হয়ে উঠে না।

চলছে। গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাজেট বরাদ্দের একটি বড় অংশের হিসাব নয়-ছয় হওয়ার অভিযোগ ছিল। কেবল সমাবর্তন গাউন, টাই, কোটপিন কেলেংকারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন ছিল তোলপাড়। প্রায় ৯ লক্ষ টাকার ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়েছিল ৩/৪ জন কর্মকর্তা এবং কয়েকজন শিক্ষকের মধ্যে বলে গুজব উঠে। যার কিছুটা সত্যতাও পাওয়া যায়। রেজিষ্ট্রার বিল্ডিং-এর একজন কর্মকর্তা তার নিজের টেইলারিং হাউজে সমাবর্তনের টাই, গাউন প্রভৃতি তৈরীর নামে দ্বিগুণ অর্থ আদায় এবং নিম্নমানের কাপড় সরবরাহ করে। এছাড়া প্রয়োজনের চাইতে কয়েকগুণ বেশী মালামাল সরবরাহ করে। সমাবর্তনের পর এই টাই, কোটপিন প্রভৃতি গুদামে রাখতে হয়। বিক্রি না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক গচ্চা দিয়ে পানির দরে বেচতে হয়। এই ধরনের অর্থ কেলেংকারির ঘটনা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় একটি তদন্ত কমিটি পর্যন্ত করেনি। ফলে বিষয়টি নিয়ে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে।

বুয়েটের সমাবর্তন বাজেট নিয়েও 'এলোমেলো' করার অভিযোগ রয়েছে।

আর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ নিয়ে কি দশা হয় তা বলার সময় আসছে। সমাবর্তনে অর্থ খরচের বিষয় নিয়ে যেন কোন জবাবদিহিতা নেই। একশ্রেণীর লোক সমাবর্তন নিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে অর্থ আয়ের।

সমাবর্তনের অচলায়তন ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়ার যে রেকর্ড সৃষ্টি হচ্ছে তার অবসান জরুরী। ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলো হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা এবং সহশিক্ষা কার্যক্রমে একটি ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে। এখন জরুরী ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়ার অচলায়তন ভাঙ্গা।

❑ আনোয়ার আলদীন